ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ
(এপ্রিল ২০১৬-মার্চ ২০১৭)

ভূমিকা

টিআইবি'র (অক্টোবর ২০১৩) গবেষণায় তৈরি পোশাকখাতে দুর্ঘটনা ও কমপ্লায়েন্স ঘাটতির অন্যতম কারণ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতা, দায়িত্বে অবহেলা, রাজনৈতিক প্রভাব, পারস্পরিক যোগ-সাজশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টিআইবি ধারাবহিকভাবে তিনটি ফলো আপ গবেষণা পরিচালনা করে, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে ৬৩টি বিষয়ে ১০২টি উদ্যোগ পর্যালোচনা করা হয়।

তৃতীয় ফলোআপ (২০১৬) গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী তিনবছরে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজন ধারাবাহিকভাবে এ সকল উদ্যোগের ৪২টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে, ৩৬টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে এবং ২৪টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন ধীর বা স্থবির অবস্থায় রয়েছে। বাস্তবায়ন সম্পন্ন উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক মজুরি বৃদ্ধি, তৈরি পোশাক খাতের জন্য আলাদা কল্যাণ তহবিল গঠন, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন, রাজউকের কার্যক্রম পরিচালনায় ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ ও রাজউক কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পরিদপ্তর হতে অধিদপ্তরে রুপান্তর এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, পরিদর্শক পদে ন্যূনতম যোগ্যতা বৃদ্ধি, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত অভিযোগ প্রদানে হটলাইন স্থাপন, কারখানা নিবন্ধনে অনলাইন ব্যবস্থাপনার প্রচলন, ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ইন্সপেক্টর নিয়োগ, মালিক কর্তৃক জরুরী ফোন নম্বরসহ পরিচয়পত্র প্রদান, অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বেতন মাসিক বেতনের সাথে দেওয়ার প্রচলন প্রভৃতি।

অপরদিকে, যে সকল উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়নি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরি পরিচালনার জন্য নীতিমালা তৈরি না করা, কারখানায় শ্রমিক দুর্ঘটনার জন্য মালিক কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের পরিমাণ বৃদ্ধি না করা, রানাপ্লাজা দূর্ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে বিচারকার্য সম্পন্ন না করা, অংশীদারিত্ব মূলক ভবন ও অনিরাপদ ভবন হতে স্থানান্তরে পোশাক শিল্পের জন্য আলাদা পোশাক পল্লী স্থাপন না করা, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর না করা, বিজিএমইএর ইউডি প্রদানের এখতিয়ার বন্ধ না করা, শিল্পমন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তিতে আলাদা সেল গঠন না করা, পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় পরিকল্পিত অগ্নি নির্বাপক স্টেশন তৈরি না করা, শিল্প ও বাণিজ্যিক ভবনের জন্য 'বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়পত্র' এবং 'ব্যবহার সনদ' গ্রহণ বাধ্যতামূলক না করা, অগ্নি নির্বাপক ও প্রতিরোধ আইন-২০০৩ এর বিধিমালা সংশোধন না করা প্রভৃতি। বর্তমান কার্যপত্রে টিআইবি'র তৃতীয় ফলোআপ গবেষণা(এপ্রিল, ২০১৬) পরবর্তী গত একবছরে (মে, ২০১৬- এপ্রিল, ২০১৭) তৈরি পোশাকখাতে বিভিন্ন অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এ কার্যপত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গত একবছরের (মে, ২০১৬ - এপ্রিল, ২০১৭) অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সরকার ও অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পর্যালোচনা এবং
- গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ নিরুপন ও তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন

পর্যালোচনা পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

বর্তমান কার্যপত্রে তৈরি পোশাকখাতে গত একবছরে গৃহীত উদ্যোগ এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহের তড়িৎ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের ওয়েব সাইট, সরকারি প্রতিবেদন, আদালতের নির্দেশনা, গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য মার্চ ২০১৭ - এপ্রিল ২০১৭ সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

কার্যপত্রভুক্ত অংশীজন

সরকার ও সরকারী সংস্থা- শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তর; ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর; রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক); শ্রম পরিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার এবং বেসরকারি সংগঠন মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), শ্রমিক সংগঠন ও বায়ার (আর্ন্তজাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান), কারখানা মালিক ও শ্রমিক কর্তৃক তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিক অধিকার, কাঠামোগত নিরাপত্তা, কমপ্লায়েন্স ও পোশাকখাতের উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি এ কার্যপত্রের আওতাভুক্ত।

সীমাবদ্ধতা

এ কার্যপত্র গত এক বছরে তৈরি পোশাকখাতে শ্রমিক অধিকার এবং নিরাপত্তা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নে সুশাসনের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি সার্বিক ধারণা প্রদান করে। তৈরি পোশাক খাতের সাথে জড়িত সকল বিষয়াদি ও অংশীজনকে এ কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি।

গত একবছরে সরকারী অংশীজন কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ:

গত এক বছরে সরকার কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে:

- ইপিজেড শ্রমআইন-২০১৬ চূড়ান্ত অনুমোদনের পূর্বে পর্যালোচনার জন্য সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে প্রেরণ
- তৈরি পোশাক শিল্পকে বস্ত্রশিল্পের আওতায় রেখে খসড়া বস্ত্র আইন, ২০১৭ মন্ত্রীসভায় নীতিগত অনুমোদন[১]
- তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকার,মালিক ও কর্মী সংগঠনের সমন্বয়ে ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন[২]
- রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু[৩]
- শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও দুর্ঘটনাজনিত বীমার সমন্বয়ে প্রতিটি শ্রমিকের দূর্ঘটনার জন্য ৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের বিধান করা[৪]
- তৈরি পোশাক শিল্পের কারখানা ভবন সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এর মাধ্যমে ২৫টি ব্যাংক ও ১০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে পার্টিসিপেটিং ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন (পিএফআই) হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, যারা বাংলাদেশ ব্যাংক হতে স্বল্প সুদ ঋণ নিয়ে তা পোশাক কারখানার ভবন সংস্কারে সরবরাহ করবে। 'জাইকা'র আরবান বিল্ডিং সেফটি প্রজেক্ট' এর অধীনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬% সুদে ঋণ বিতরণ করবে।[৫]
- সরকার কর্তৃক পোশাকশিল্পের কর্মীদের চাকুরি পরবর্তী অবসরভাতা প্রদানের পরিকল্পনার বিষয়টি বিবেচনাধীন।[৬]
- শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক গত একবছরে ৬৭ টি নতুন ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রদান (২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৫৪০ টি ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন প্রদান)[৭]
- কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য পরিপূর্ণ চেকলিষ্ট প্রণয়ন[৮]
    - ডিজিটাল পরিদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষে অ্যাপস তৈরি
    - রেকর্ড কিপিং ম্যানুয়ালগুলো ডিজিটালাইজড করা, স্টান্ডার্ড অপারেশন প্লান (সওপ) তৈরি
    - কোড অব ইথিকস প্রণয়ন এবং লাইসেন্স প্রদান সময়কাল ৯০ দিন থেকে কমিয়ে ৪৫ দিন ধার্য্য করা এবং এই প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা

---

[১] http://www.prothom-alo.com/economy-garments

[২] http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/trade/2017/03/10/181137.html

[৩] গত জুলাই ২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত তহবিলে প্রায়২৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে।
http://www.banglanews24.com/national/news/bd/552871.details

[৪] http://www.thedailystar.net/business/garment-workers-get-tk-5-lakh-accidents-1296655

[৫] http://www.kalerkantho.com/home/printnews/463413/2017-02-14

[৬] http://www.thefinancialexpress-bd.com/2016/08/07/41213/

[৭] "Strengthening Social Dialogue Mechanism Under Weak Enabling Environment: Case Of Rmg Sector"- presented by KG Moazzem, in a seminar organized by CPD on 23 April, 2017

[৮] চেকলিষ্টে এক স্টার, দুই স্টার ও তিন স্টার পর্যায়ে বিভিন্ন মানদন্ড ভাগ করা হয়েছে। যেখানে তিন স্টার মানদন্ডে ১১ টি বিষয় না থাকলে কারখানাগুলো কমপ্লায়েন্স অধিভুক্ত হবে না। তিন স্টার বিষয়ক মানদন্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ডে কেয়ার থাকা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান করা, নিয়োগপত্র দেওয়া, পরিচয়পত্র প্রদান করা প্রভৃতি।

- কলকারখানা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত কারখানা সমূহের সংস্কার কাজ পরিচালনার জন্য দুইটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে এবং টাস্কফোর্সকে সহযোগিতার জন্য আরসিসি (রেমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল)[৯] গঠন করা
- পরিদর্শকদের জন্য নিয়মিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অ্যান্টি করাপশন এবং ইন্টিগ্রিটি উন্নয়ন বিষয়ক ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা

বিজিএমইএ, আইএলও, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- বিজিএমইএ কর্তৃক সকল কারখানার শ্রমিকের সমন্বিত ডাটাবেজে এক হাজার সাতশত কারখানার ১১ লাখ শ্রমিকের তথ্য সংযুক্ত করা[১০]
- বিজিএমইএ কর্তৃক পোশাকখাতে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য বাংলাদেশ সরকার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) সহযোগিতায় 'স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট' প্রোগ্রামের আওতায় ২০১৮ সালের মধ্যে ২ লাখ ৬০ হাজার দক্ষ জনবল তৈরির বিষয়ে পদক্ষপ নেওয়া[১১]
- কারখানা পরিদর্শনে রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে বায়ার সংগঠন কর্তৃক গঠিত অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক তাদের অধিভুক্ত সকলকারখানায় পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়েছে। উভয় জোট কর্তৃক ২০২টি কারখানার সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করা[১২]
- অ্যালায়েন্স কর্তৃক ১.২ মিলিয়ন শ্রমিককে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান[১৩]।
- আইএলও কর্তৃক বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আলোচনা এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধান কল্পে ৫টি দেশের রাষ্টদূত (আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশের পর্যায়ভিত্তিক সদস্য) এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিবের সমন্বয়ে "৫+৩ গ্রুপ" নামক একটি গ্রুপ তৈরি করা[১৪]
- অকপেশনাল হেলথ এন্ড সেফটি ট্রেনিং প্রোগ্রামের আওতায় ৫৮৫টি ফ্যাক্টরির ৮ লাখ শ্রমিকের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে[১৫]।

বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে উপরেল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ সত্ত্বেও তৈরি পোশাকখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে যে সকল চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আইনি সীমাবদ্ধতা, প্রয়োগের ঘাটতি ও আইনের অপপ্রয়োগ

রানাপ্লাজা পরবর্তীতে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন, শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন এবং ইপিজেড শ্রম আইন- ২০১৬ খসড়া অনুমোদন করা হয়। এ সকল আইনে কারখানার নিরাপত্তার বিষয়ে বিভিন্ন বিধান সংযুক্ত করা হলেও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিধান কার্যত আরও কঠিন করা হয়েছে। কারখানা পর্যায়ে শ্রম আইন-২০০৬ এর বিভিন্ন ধারা [২৩, ২৭, ১৮৯, ২(৬৫)] সমূহের অপপ্রয়োগের অভিযোগ রয়েছে। এ সকল ধারা অপব্যবহার করে মূলত ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি এবং শ্রমিকদের কোনো প্রকার সুবিধা প্রদান না করে চাকুরি হতে অব্যাহতি প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। আবার ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৬-এ ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠনের বিধান থাকলেও, ৫১% শ্রমিকের ভোটের শর্তের কারণে এবং বেপজা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়ার বাধ্যবাধকতার কারণে এই আইনের কাঙ্খিত পর্যায়ে বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। এই বিধানসমূহ এখাতে শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে বাধাস্বরুপ এবং আইএলও কনভেনশন (২৯, ৮৭, ৯৮, ১০৫) এর সাথে সাংঘর্ষিক।

---

[৯]বায়ার সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থাসমূহ (অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স) এর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মূলত আরসিসি'র মাধ্যমে সংস্কারমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেল কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিদর্শক, ইলেকট্রিকাল ইনসপেকশন বোর্ড, রাজউক, চউক ও বুয়েটের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত হবে।

[১০]http://www.dailyjanakantha.com/details/article/255711/

[১১]http://www.kalerkantho.com/home/printnews/268771/2015-09-15

[১২]গণমাধ্যম এবং মূখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার হতে প্রাপ্ত তথ্য; বিস্তারিত দেখুন-http://www.prothom-alo.com/economy/article/1154471/

[১৩]অ্যালায়েন্স কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্ট, ২০১৬; বিস্তারিত দেখুন-http://www.bangladeshworkersafety.org/en/403-alliance-for-bangladesh-worker-safety-third-annual-report

[১৪]http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_474048.pdf

[১৫]প্রাগুক্ত

অপরদিকে, দীর্ঘ চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও রানাপ্লাজা পরবর্তী দায়েরকৃত মামলাসমূহে বারংবার সাক্ষী গ্রহণের তারিখ পরিবর্তনের মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অভিযুক্তদের শাস্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।[১৬]কারখানা বন্ধে কলকারখানা অধিদপ্তরের শুধুমাত্র নোটিশ প্রদানের ক্ষমতা থাকার কারণে কোনো অভিযুক্ত কারখানার বিরুদ্ধে তারা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অধিদপ্তর বিজিএমইকে ইউডি প্রদান স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করে থাকে। বেশিরভাগক্ষেত্রে বিজিএমইএ কর্তৃক অল্পসময় ইউডি বন্ধ রাখা হলেও, পরবর্তীতে তা আবারও প্রদান করা হয়। ফলে কারখানাসমূহের শ্রমিক নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। এছাড়া, শ্রমআইন ২০০৬ অনুযায়ী কারখানা বিষয়ক কোনো মামলা ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে দায়ের করার বিধান রহিত করা হয় এবং সকল মামলা লেবার কোর্টে দায়ের করার বিধান করা হয়। কিন্তু সারা দেশে মাত্র ৫টি লেবারকোর্ট থাকার কারণে মামলা জট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রমিক তার আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

কলকারখানা অধিদপ্তরের সীমাবদ্ধতা

আন্তর্জাতিক ক্রেতা সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের কার্যক্রম সময়কাল ২০১৮ পর্যন্ত নির্দিষ্ট; এর পরবর্তীতে এ সকল কারখানা পরিদর্শনের জন্য সরকার দ্বায়িত্ব গ্রহণের পরিকল্পনা করছে। পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনায় কলকারখানা অধিদপ্তর এর পৃষ্ঠপোষকতায় রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তরের পরিদর্শকের সংখ্যা রানাপ্লাজা পরবর্তীতে ৫৭৫ এ উন্নীত করা হয়, যার মধ্যে বর্তমানে ৩১০জন কর্মরত আছে। কিন্তু তৈরি পোশাক খাতসহ প্রায় ৮০ লক্ষ ইউনিটের জন্য এ সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এছাড়া তাদের দক্ষতারও ঘাটতি বিদ্যমান। সামগ্রিক পরিদর্শন কার্যক্রমে পূর্বহতে সরকারি সংস্থাসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করার কারণে, এ সকল পরিদর্শনে ক্রেতা চাহিদা সম্পর্কে সরকারি সংস্থাগুলো দক্ষতা তৈরি করতে পারেনি। ফলে পরবর্তীতে এ খাতে কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ক্রেতা চাহিদা নিশ্চিতকরণ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।

পরিদর্শিত কারখানাসমূহের সংস্কার কার্যক্রম

ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্সের সদস্য কারখানাগুলোর যথাক্রমে ৭৭ শতাংশ ও ৭৫ শতাংশ সংস্কার কাজ শেষ হলেও, জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনার (এনটিপিএ) অধীনে থাকা ১ হাজার ৫৪৯ টি কারখানার ভবনের কাঠামোগত ত্রুটি সংস্কার কাজে অগ্রগতি সামান্য। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ত্রুটি সংশোধন হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।[১৭]

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী একটি কারখানার সংস্কার করার জন্য গড়ে ৫ কোটি টাকা প্রয়োজন[১৮]। অ্যাকর্ড এবং অ্যালায়েন্সভুক্ত কারখানাসমূহের বেশিরভাগ বিভিন্ন বড় ক্রেতা সংস্থার পণ্য তৈরি করে এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসা পরিচালনা করে। তথাপি, অনেক কারখানা এ সকল সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য আর্থিকভাবে সচ্ছল নয়। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতার আশ্বাস থাকলেও, তারা এ সকল সহযোগিতা পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

অপরদিকে, জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত কারখানাসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোট ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাজ করে এবং তাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্লাটফর্ম নাই। ব্যয়বহুল সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনায় এ সকল কারখানাসমূহের আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আবার এ সকল কারখানা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাড়া ভবনে অবস্থিত। অন্যদিকে ব্যবসায়িক স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন ঋণ সুবিধাও গ্রহন করতে পারছে না। এর ফলে সার্বিক সংস্কার কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া যে সকল কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, সে সকল কারখানার শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদানে অ্যালায়েন্স কর্তৃক ৫০% অর্থ প্রদান করলেও, অ্যাকর্ড কর্তৃকএ ধরনের কোনো নিয়ম গ্রহণ করা হয় নাই।

সেফটি কমিটি

শ্রম বিধিমালা-২০১৫ অনুযায়ী গেজেট প্রকাশিত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে প্রতিটি কারখানায় সেফটি কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত ১৯মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও আন্তর্জাতিক পরিদর্শন সংস্থা কর্তৃক পরিদর্শিত কিছু কারখানা ছাড়া প্রায় সকল কারখানায় এ ধরনের কমিটি গঠিত না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান পরিবীক্ষণে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের কোনো প্রকার পরীবিক্ষণ মেকানিজমের অভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র মালিকদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করার

[১৬]https://www.jagonews24.com/law-courts/news/250486/
[১৭]http://www.prothom-alo.com/economy/article/1154471
[১৮]বিস্তারিত দেখুন http://www.newspapers71.com/406269/

প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার প্রবণতা লক্ষণীয়। অপরদিকে, কারখানা সমূহে ট্রেডইউনিয়ন না থাকার কারণে পূর্বের শ্রমিক অংশগ্রহণ কমিটির মতো অকার্যকর হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

উৎপাদন টার্গেট বৃদ্ধি ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা

রানাপ্লাজা পরবর্তীতে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করা হয়। এর পরবর্তীতে বেশিরভাগ কারখানায় শ্রমিকদের উৎপাদন টার্গেট বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অনেক কারখানায় উৎপাদন টার্গেট অত্যাধিক বেশি বৃদ্ধি করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রেষণা তৈরির জন্য উৎপাদন ইনসেনটিভের ব্যবস্থা করা হলেও শ্রমিকরা এ ধরনের ইনসেনটিভ অর্জন করতে পারে না, কারণ ইনসেনটিভ পাওয়ার জন্য যতটুকু টার্গেট নির্ধারণ করা হয় তা শ্রমিকের সক্ষমতার থেকে অনেক বেশি এবং পূরণ করা অসম্ভব হয়। এবং এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ওভারটাইমের পরিবর্তে পারিশ্রমিক ব্যতীত অতিরিক্ত কর্মঘন্টার মাধ্যমে টার্গেট পূরণ করতে হয়। ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানির ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। অপরদিকে, অনেক কারখানায় মাতৃত্বকালীন সুবিধা পরিপূর্ণভাবে না দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কোনো কোনো কারখানা মার্তৃত্বকালীন সময়ে ছুটি প্রদান করা হলে টাকা প্রদান না করা, অথবা টাকা প্রদান করা হলে ছুটি কম প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

মালিক শ্রমিক সম্পর্ক অবনমন

সম্প্রতি আশুলিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংগঠিত আন্দোলনে অংশগ্রহনকৃত ১৫০০ শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা হয় এবং ৭০০ শ্রমিক ও ১৪ জন ট্রেডইউনিয়ন নেতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। যার মধ্যে প্রায় ১২ জনকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতার করা হয়।[১৯] শ্রমিকের দাবি অবদমনে সরকারের এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহনের ফলে শ্রমিক অসন্তোষ দীর্ঘমেয়াদে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে কার্যত মালিক শ্রমিক সম্পর্ক অবনমন হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্তিতে বাধাগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। অপরদিকে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানাসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে বাধা দানের জন্য মিথ্যা অভিযোগ, মাস্তান দ্বারা হুমকি অথবা মারধোরের মাধ্যমে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রদান চলমান থাকলেও তা প্রত্যাশিত মাত্রায় হচ্ছে না এবং অনেকক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে মালিকপক্ষের পক্ষ অবলম্বনকারীদের সুযোগ প্রদানের অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলে কারখানা পর্যায়ে সাধারণ কর্মীদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে কাজ না করে, মালিকের পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

রানাপ্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্ততে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করা হলেও, তার প্রকৃত সুবিধা শ্রমিকরা পাচ্ছে না। কেননা, মজুরি বৃদ্ধির পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎসহ আবাসন খরচ এবং জীবনযাত্রার অন্যান্য ব্যয় কয়েকদফা বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে বর্তমান ন্যূনতম মজুরী জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় পুনরায় পিছিয়ে পড়েছে বলে ধারনা করার কারণ আছে।

কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং রপ্তানি তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি হওয়া

তৈরি পোশাকখাত দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশ। ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাকের মোট আর্থিক পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ২৪, ২৫ এবং ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি গত ১০ বছরে গড়ে ১৩ শতাংশ হলেও বর্তমানে তা কমে ৪ শতাংশ হয়েছে[২০]। আবার রানাপ্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে কারখানা সংস্কার, বিদেশি ক্রেতার চাপ, বিশ্ববাজারে পোশাকের চাহিদা কমে যাওয়া, টাকার বিপরীতে ডলারের অবমূল্যায়ন, শ্রম অসন্তোষ প্রভৃতি কারণে প্রায় ১২০০ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির গাইডলাইন

তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ যেগুলো তুলনামূলক বড় বায়ারের কাজ করে, তাদের বিভিন্নসময়ে অধিক পরিমাণে মৌসুমী কার্য্যাদেশ অথবা নিয়মিত কার্য্যাদেশ থাকে। মূলত, এ সকল কারখানা তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা দেখিয়ে বায়ার হতে কার্য্যাদেশ নিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ব্যাবস্থায় এসকল পণ্যের সময়মতো উৎপাদন সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে তারা তুলনামূলক ছোট কারখানাসমূহের সাথে লাভের অংশ গ্রহণের চুক্তির মাধ্যমে পণ্যের কার্য্যাদেশ প্রদান করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের কার্য্যাদেশ প্রদানের বিষয়টি আন্তর্জাতিক ক্রেতার প্রচলিত নীতির মাধ্যমে এবং তাদের জানিয়ে করা হয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্রেতার অগোচরে সাবকন্ট্রাক্ট কারখানায় আদেশ স্থানান্তরীত করা হয়। এ কারনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাব-কন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরি হিসেবে কোনো কারখানার ধরণ মালিকপক্ষ

---

[১৯] https://thewire.in/104737/bangladesh-garment-workers-minimum-wage/

[২০] ২০১৬-১৭ (জুলাই-ডিসেম্বর) অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেরিকা, কানাডা ও অপ্রথাগত দেশে যথাক্রমে ১০.১২, -৯.১১, -৭.৩ ও ৩.৪৮ শতাংশ যা সর্বমোট ৪.৩৭ শতাংশ। বিস্তারিত দেখুন-http://www.bgmea.com.bd/home/about/AboutGarmentsIndustry

সাধারণত স্বীকার করে না। কিন্তু গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায় যে, এ ধরনের কারখানায় কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে এবং এ কারখানাসমূহে শ্রমিক নিরাপত্তা এবং কারখানা নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে।অপরদিকে, সাবকন্ট্রাক্ট কারখানাসমূহ পরিচালনার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গাইডলাইন নাই।আবার, সরকার ও অংশীজনের রপ্তানিমূখী কারখানাসমূহের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু অভ্যন্তরীন বাজারে সরবরাহকারী বিভিন্ন কারখানার কর্মপরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। ভবিষ্যতে এ ধরনের কারখানায় কোনো দূর্ঘটনা সংগঠিত হলে সামগ্রিকভাবে তৈরি পোশাক শিল্পের ভাবমূর্তি হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

উপসংহার ও সুপারিশ

তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন সরকারি অংশীজনের, যেমন কলকারখানা অধিদপ্তর এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে গৃহীত অধিকাংশ কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও, শ্রম পরিদপ্তরে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। কারখানার নিরাপত্তায় বা টেকনিকাল কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স পরিদর্শিত কারখানাসমূহের কিছুটা অগ্রগতি হলেও, জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত কারখানাসমূহের অগ্রগতি নেই বললেই চলে। অন্যদিকে বিজিএমইএ বা বিকেএমইএ'র সদস্য নয় এমন কারখানার টেকনিক্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অনুপস্থিত। এছাড়া পোশাকখাতের শ্রমিকদের সোশাল কমপ্লায়েন্স বা চাকরিকালীন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও সন্তোষজনক নয়।

সরকারের পক্ষ থেকে আইন ও বিধিমালাসমূহ শ্রমিকবান্ধব বা কল্যানমূলক করার লক্ষ্যে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হলেও, শ্রমিকের যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে তা যথেষ্ঠ নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনী প্রক্রিয়া আরও জটিল করা হয়েছে। সার্বিক ভাবে এ খাতে খাতের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতে সরকারকে আরও দ্বায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে-

১. তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীভূত তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে
২. তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য পৃথক ওয়েজবোর্ড গঠন করতে হবে
৩. জাতীয় উদ্যোগে পরিদর্শিত কারখানাসমূহের রেমিডিয়েশন নিশ্চিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকার ও দাতাসংস্থার উদ্যোগে গঠিত তহবিল হতে দ্রুত ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে
৪. দ্রুত পোশাক পল্লী প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করতে হবে
৫. পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় পরিকল্পিত অগ্নি নির্বাপক স্টেশন তৈরি করতে হবে
৬. শ্রমিকদের জন্য চাকুরি পরবর্তী অবসর ভাতা এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতায় স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করা যেতে পারে
৭. সাবকন্ট্রাক্ট ফ্যাক্টরির জন্য গাইডলাইন প্রস্তুত করতে হবে, এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্য সরবরাহকারী কারখানাসমূহের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
৮. সকল কারখানায় সেফটি কমিটি গঠন করতে হবে এবং পরিবীক্ষণের জন্য কলকারখানা অধিদপ্তরের শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে- এ ক্ষেত্রে সেফটি কমিটি না থাকলে ইউডি প্রদান না করার বাধ্যবাধকতা তৈরি করা যেতে পারে
৯. শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে ট্রেডইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করতে হবে
১০. কারখানা সমূহ বন্ধ ও কার্য্যাদেশ বাতিল করা হলে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।